ঃ জীবন ও প্রকৃতি ঃ

▣ লিপিকা দাস

হঠাৎ যখন এককোটা জল এসে আমার কপালটাকে স্পর্শ করল, মনে হলো যেনো কার চোখের জল আমার কপালে এসে টিপ পরিয়ে দিল। সেই অনুভূতি আমি আজও উপলব্ধি করতে পারি। আমি ধীরে ধীরে চোখ খোলে দেখলাম তখনো সন্ধ্যা হয়নি। সেই বিশাল বটগাছটা আমাকে যেনো কোলে করে ঘুম পাড়াচ্ছিল। আর গাছের পাতাগুলি যেনো হেলেদুলে আমাকে অবিরাম বাতাস করছে ব্যস্ত ভাবে। হঠাৎ সেই এককোটা জল যখন হাজার বাঁধা অতিক্রম করে আমার কপালে এসে পড়ল তখন আমার ঘুম ভাঙ্গল। ভালো ভাবে এপাশ ওপাশে তাকিয়ে দেখলাম সন্ধ্যা হতে আর বেশী বাকি নেই। পড়ন্ত সূর্যের লাল আভা সেই বিশাল বটগাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু করে উঁকি মারছে। পাখির দল সারি বেঁধে নিজ নিজ বাসস্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম যে দিনের শেষে পাখিরাও নিজের বাসস্থানে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়। রাখাল বালকেরা যে এই পথ দিয়ে গরুর পাল নিয়ে গেছে সেই ধূলো এখনো আমার নাক মুখ দিয়ে ঢুকছে।

আকাশ মেঘলা, দু-এককোটা বৃষ্টির জল ইতিমধ্যে যেনো মাটিতে পড়ছে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই যেনো সমস্ত নীল আকাশটা সাদা মেঘে ঢেকে গেছে। মনে হচ্ছে কারা যেনো গাড়ী গাড়ী তুলো এনে আকাশের কাছে বন্ধক রেখে গেছে। ধীরে ধীরে আমার চারপাশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। এবার রীতিমতো আমার ভয় হতে লাগল। তবে কী আজই আমার জীবনের শেষদিন, তবে কী আর কালকের সূর্য দেখা হলো না, এখন যদি একবার মা বা বাবাকে দেখতে পেতাম, আর কত কী মনে হতে লাগলো। কেন যে দুপুরবেলা পরিশ্রান্ত হয়ে এই বটের তলায় বিশ্রাম নিতে বসেছিলাম, তখন কী আর ভেবেছিলাম যে বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব।

ঝিঁ ঝিঁ পোকা যেনো সন্ধ্যা হতেই তার নিয়মিত গলা ছেড়ে রেওয়াজ করতে শুরু করে দিয়েছে। মনের মধ্যে শুধু একটাই প্রশ্ন বিষণভাবে ঘুরপাক করছে, জীবনে কী আরেকটা সুযোগ পাওয়ার আশা আছে ? ঘন ঘন মেঘ যেনো গর্জন দিয়ে উঠছে আর বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ঘন বৃষ্টি নামতে আর বেশী সময় বাকী নেই। বাতাসের তালে তালে গাছের ডালপালা গুলিও যেনো নৃত্য করে চলেছে আপন তালে।

হঠাৎ আমার মনে হলো কিছু একটা আমার বা হাতের উপর দিয়ে চলাচল

করছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ-এর আলোয় দেখতে পেলাম লাল পিঁপড়ের দল বৃষ্টির ভয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে। আমি যেন তাদের সেই পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছি। পিঁপড়ের এই সারিবদ্ধভাবে চলাচল আমাকে বরাবরই অবাক করত। এবার অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন ওদের সেই লম্বা সারি শেষ হবে, আর এদিক ওদিক ভালো ভাবে দেখতে লাগলাম।

মনে হলো সেই দূরে যেনো দুটি পাশাপাশি আলো জ্বলতে দেখলাম। আর দেরী করা উচিত হবে না ভেবেই দুপায়ের উপর শরীরের ওজন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার ব্যাগ কোথায় ? পাশেই তো রেখেছিলাম বিশ্রাম নেবার সময়। অন্ধকারে ভালো ভাবে দেখাও যাচ্ছে না। বিদ্যুতের বাতির জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই। এদিকে ঠান্ডা হাওয়ার তীব্রতাও যেনো ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। মনে হচ্ছে যেনো হিমালয়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছি আর আমার চারপাশে বরফের আবরণ। হাত পা গুলি যেনো অবশ হয়ে আসছে। বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেলাম ব্যাগটা পাশেই একটা গর্তের উপর পড়ে আছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে ব্যাগটা আনতে গিয়ে দেখি ব্যাগের নীচে দুটি বিড়ালছানা বাইরের পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে ব্যাগের নীচে নিরাপদে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের এই ভাড়া নেওয়া নিরাপদের আশ্রয় নষ্ট করে দিতে মন কিছুতেই সায় দিল না, তাই ব্যাগটা রেখেই সেই পাশাপাশি দুটি আলোর উদ্দেশ্যে পা এগোতে লাগলাম। প্রতিবার পদক্ষেপ ফেলার সময় বেশ বুঝতে পারছি যে পরের পদক্ষেপ ফেলার জন্য পা দুটি যেনো তৈরি হতে চাইছে না। এদিকে প্রকৃতি যেনো আমাকে তার তান্ডব দেখাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

অনেক কষ্ট করে এগিয়ে যখন সেই আলোর কিছুটা পাশাপাশি পৌছলাম তখন নিজেকে নিজে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার সামনে বাঘটি দুচোখ বড়ো বড়ো করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বাঘটির চোখের মনি দুটি যেনো উজ্জ্বল হয়ে আমাকে আরো স্পষ্ট করে সামনের বিপদকে দেখিয়ে দিচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমি নিজেকে নিজে সামলাতে পারি নি। তারপর নিজেকে বাঁচতে দুপায়ের মধ্যে কে যেনো শক্তির যোগান দিয়ে দিল। দু-পা পেছনের দিকে নিয়ে বাকী ক' পা যে সামনের দিকে ফেলেছি তা গুনার সময় হয়নি। এমন কী ডান না বা দিকে যাচ্ছি তাও ঠার করতে পারি নি। বৃষ্টিও যেনো আমার সাথে সাথে চুর পুলিশ খেলার মতো পিছু নিয়েছে। মুষলধারে বৃষ্টি।

হঠাৎ কী একটা জিনিসের মধ্যে পা লেগে উল্টে গিয়ে পড়লাম। কোথায় পড়লাম, কীসের মধ্যে পা লেগে পড়লাম, বৃষ্টিই বা কখন থামল, কিছুই মনে নেই।

যখন চোখ খুললাম দেখতে পেলাম মা আমার মাথায় ভেজা কাপড় বুলিয়ে দিচ্ছেন। সমস্ত শরীরে ব্যথা, জ্বরটা একটু কমেছে, ডাক্তারবাবু ঔষধ দিয়ে গেছেন।

"কে আমাকে বাড়ীতে নিয়ে এলো ?" এই প্রশ্ন মাকে জিজ্ঞেস করার সাহস হয় নি, তাই এই প্রশ্নের উত্তর আমার আজও অজানা। কিন্তু যে উত্তরগুলি ঐদিন জেনেছিলাম তা আমার জীবনে অনেক বড় পাওনা। প্রতিটি জীবই বেঁচে থাকার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিজেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে পারে। ঐদিন থেকে বিনা কারণে একটি পিঁপড়েকেও মারতে আমার মনে ব্যথা লাগে। প্রতিটি জীবই নিজের জীবনকে অনেক ভালোবাসে।